১ আগস্ট ২০০৭

অধিকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জুলাই মাসে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত ১২, বিএসএফ'র গুলিতে নিহত ৮ বাংলাদেশী

১-৩১ জুলাই ২০০৭ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে ১২ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন পুলিশ ও ৪ জন র‍্যাব কর্তৃক নিহত হয়েছেন। *অধিকার* এর রিপোর্টে বলা হয়, নিহত উক্ত ১২ ব্যক্তির মধ্যে ১০ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার "ক্রসফায়ারে", ১ জন নির্যাতনে এবং ১ জন লাথির আঘাতে মারা গেছেন।

"ক্রসফায়ারে" মৃত্যুর ঘটনা

নিহত ১২ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জন পুলিশের "ক্রসফায়ারে" এবং ৪ জন র‍্যাবের "ক্রসফায়ারে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতন

উক্ত ১২ ব্যক্তির মধ্যে ১ জন পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশী নিষ্ঠুরতা

উক্ত ১২ ব্যক্তির মধ্যে ১ জন বৃদ্ধ ব্যক্তি পুলিশের লাথির আঘাতে মারা গিয়েছেন।

রাজনৈতিক পরিচয়প্রাপ্ত নিহত ব্যক্তি

উক্ত ১২ ব্যক্তির মধ্যে ১ জন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির, ২ জন নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (মৃনাল গ্রুপ), ১ জন গণমুক্তি ফৌজের সদস্য এবং ২ জন গণ বাহিনীর সদস্য।

নিহত অন্যান্য ব্যক্তি

নিহত অন্যান্যদের মধ্যে ১ জন মতিন বাহিনীর সদস্য, ২ জন কথিত সন্ত্রাসী, ১ জন কথিত ডাকাত, ১ জন কথিত চাঁদাবাজ এবং ১ জন বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন।

কারাগারে মৃত্যু

অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ৪ জন কারাগারে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

অধিকার এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুলাই মাসে ১ জন সাংবাদিক পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশের অধীনে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তিতে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। দুর্নীতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশের কারণে অপর ১ সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিডিআর একজন সাংবাদিককে তাদের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন রিপোর্ট প্রকাশ করবে না মর্মে একটি মুচলেকা দিতে বাধ্য করেছে।

ধর্ষণ

অধিকার-এর প্রতিবেদন অনুসারে, জুলাই মাসে ৩০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১৩ জন নারী এবং ১৭ জন মেয়ে শিশু রয়েছেন। ১৩ জন নারীর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৬ জন গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অপরদিকে ১৭ জন শিশুর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৬ জন গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে এই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়।

এসিড নিক্ষেপ

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ১২ জন এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ৭ জন নারী, ৩ জন পুরুষ এবং ২ জন শিশু রয়েছেন।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে সহিংসতা

চলতি বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ এর হাতে ৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন। এছাড়া, একই সময়ে বিএসএফ-এর হাতে ৭ বাংলাদেশী আহত এবং অপর ৭ জন অপহৃত হবার অভিযোগ রয়েছে। বিএসএফ কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর একজন ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন বলে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় *অধিকার* এর উদ্বেগ

অধিকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের যেসব বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেগুলো মেনে চলতে আহবান জানাচ্ছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। তদন্তে কারো দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করারও দাবি জানাচ্ছে।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় সাধারণ বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকান্ড বন্ধে ভারতীয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জরুরী ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য *অধিকার* তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

অধিকার ঢাকা এবং এর আশেপাশের বস্তিবাসীদের বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা না করে তাদের উচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

এ এস এম নাসিরউদ্দিন এলান
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
অধিকার

উল্লেখ্য, *অধিকার* ১১টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য পর্যালোচনা ও বিল্লেষণ করে এবং নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে।